

1.1.6. শিক্ষণ কলা না বিজ্ঞান (Is Teaching an Art or a Science)

শিক্ষণ কলা না বিজ্ঞান—এই নিয়ে বহু আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। আলোচনাগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। একদলের মতে শিক্ষণ সম্পূর্ণভাবে একটি কলা। একে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলার চেষ্টা বা এর উপর বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করা শিক্ষণের পক্ষে ক্ষতিকারক। আর-এক দল বলেন, শিক্ষণ একটি কলা হলেও একে বিজ্ঞানের পদ্ধতি দ্বারা অধ্যয়ন করার পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলে এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। বা শিক্ষণের ধারণার মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি আনে না, কারণ অন্তিম পর্যায়ে শিক্ষণ শিল্পের মাত্র পার।

Highet (1954) প্রথম উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক। তিনি বলেন, শিক্ষণ হল একটি কলা, বিজ্ঞান নয়। এর কারণ হল শিক্ষণে ব্যক্তি আছে, আছে তার আবেদন এবং মূল্যবোধ বা বিজ্ঞানের সীমার বাইরে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষণে বিজ্ঞানভিত্তিক লক্ষ্য এবং বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ ক্ষতিকারক। আমরা প্রায়শই একটি প্রবাদ উল্লেখ করি—“Teachers are born, not made.” এই প্রবাদবাক্যের মধ্যে শিক্ষণকে একটি কলা বা শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষণ হল একটি ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, যা সহজাত। কোনোরকম পূর্বপরিকল্পনা বা বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষক তৈরি করা যায় না।

Gallagher (1970) শিক্ষণকে কলা বলে স্বীকার করে নিলেও কলার মাত্রা হ্রাস করে বিজ্ঞানের মাত্রা দিতে বলেছেন। কোনো জ্ঞানসমষ্টিকে ‘কলা’ বলে চিহ্নিত করতে তিনি দুটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

1. অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সেই বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী হবে।
2. শিল্পী তাঁর শিল্পের পূর্ণ বিবরণ দিতে পারেন না, কেবল তাঁর শিল্পকে মডেল হিসেবে অনুকরণের জন্য অন্যের নিকট তুলে ধরতে পারেন।

তিনি আরও বলেন যে, শিক্ষণকে উন্নত করে তুলতে এর মধ্যে অস্পষ্টতা দূর করার জন্য ধারাবাহিক অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। শিক্ষণ কলা হলেও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির দ্বারা একে উন্নত করতে হবে।

Silverman (1966)-এর মতে, প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসাবিদ্যার মতো শিক্ষণও একটি কলা, কারণ উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিভা ও সৃজনশীলতা অনুশীলনের প্রয়োজন। আবার চিকিৎসার মতো শিক্ষণ একটি বিজ্ঞান—কারণ যে কৌশল, পদ্ধতি এবং দক্ষতা এক্ষেত্রে

বাবহৃত হয় তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে অধ্যয়ন, বর্ণনা এবং উন্নত করা হয়। একজন সুশিক্ষিত সু-চিকিৎসকের মতো শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটান।

‘শিক্ষণ’ কলা না ‘বিজ্ঞান’ এই বিতর্কে আর-এক শিক্ষাবিদ *Gage* (1964) বলেন, শিক্ষণ ‘কলা’ না ‘বিজ্ঞান’ এ প্রশ্ন বড়ো নয়। প্রশ্নটি হল শিক্ষণকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে কিনা। তিনি মনে করেন, কলা বা শিল্পের মধ্যেও ধারাবাহিকতা বর্তমান। আছে নিয়মশৃঙ্খলা যা বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। কোনো কলাকে বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করলে ‘কলা’-র ক্ষতি হবে, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। কোনো শিল্পীর মধ্যে যে নিয়মনীতি আছে তা প্রকাশিত হলে শিল্পী যন্ত্র হয়ে যান না, তাঁর মধ্যে সুপ্ত স্রষ্টার চরিত্র ও স্বতন্ত্রতা প্রকাশের সুযোগ থেকেই যায়।

পরবর্তীকালে *Gage* (1978) শিক্ষণকে ‘কলা’ হিসেবে স্বীকার করে নিলেও তিনি বলেন, শিক্ষণ একটি প্রয়োজনীয় এবং বাস্তব কলা—যা অন্য ‘কলা’ যেমন সৌন্দর্য সৃষ্টি, নান্দনিক সত্ত্বষ্টি যা সৃষ্টির মধ্যেই শেষ হয়ে যায় তার মতো নয়।

সমস্যা হল, শিক্ষণকে একটি কলা বলে স্বীকার করে নিলেও একে বুঝতে গেলে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে কিনা। *Gage* বলেন, শিক্ষণের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর অর্থ এই নয় যে, শিক্ষণকে বিজ্ঞানে রূপ দিতে হবে। অর্থাৎ, কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে, নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ এবং এর মধ্যে উচ্চমাত্রায় ভবিষ্যৎ নির্ণায়ক ক্ষমতা থাকবে। *Gage*-এর মতে, প্রকৃত অর্থে এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্র এবং প্রযুক্তিবিদ্যাও নিখুঁত বিজ্ঞান নয়। এর মধ্যে শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবশ্যই আছে, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিল্পের পর্যায়ে উপনীত হয়। যদিও চিকিৎসা শাস্ত্র ও প্রযুক্তিবিদ্যার ন্যায় শিক্ষণ উচ্চমাত্রায় বিজ্ঞানভিত্তিক নয়, কলা বা শিল্পের উপাদান এর মধ্যে যথেষ্ট আছে, তথাপি এর বিকাশে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই মন্তব্য করা যায় যে, শিক্ষণ একটি কলা এবং এই কলাকে উন্নত করার লক্ষ্যে একে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে হবে এবং বিজ্ঞানের কৌশল প্রয়োগ করে একে আরও উন্নত করতে হবে। এই অর্থে শিক্ষণ একটি কলা ও বিজ্ঞান উভয়ই।

শিক্ষণ একটি কলা, কারণ—

- এটি ব্যক্তিগত নৈপুণ্যনির্ভর। শিক্ষণের উপাদান চয়ন, কৌশল নির্বাচন, বিন্যাসকরণ ইত্যাদি যতই বিজ্ঞানভিত্তিক হোক না কেন চূড়ান্ত পর্যায়ে শিক্ষক ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষার্থীদের সম্মুখীন হন এবং শিক্ষণ কার্যটি পরিচালনা করেন, যার সফলতার উপর শিক্ষণের উৎকর্ষতা নির্ভরশীল।
- শিক্ষাদানকালে শিক্ষক বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়মনীতি, কৌশল ইত্যাদি প্রয়োগ করলেও শিক্ষকের স্বতন্ত্রতা প্রকাশের সুযোগ থাকে।

- শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না, তাঁর আচরণগুলি পর্যবেক্ষণ করে অনুসরণ করা যায়। অর্থাৎ তিনি মডেলের ভূমিকা পালন করেন।
- শিক্ষককেন্দ্রিক ও বিষয়কেন্দ্রিক।
- লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট নয় এবং সুস্পষ্টও নয়।
- ব্যবহৃত পদ্ধতির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের অভাবে পরিবর্তনের সুযোগ আছে।
- তথ্যের প্রসঙ্গ প্রধানত একমুখী শিক্ষা হোক শিক্ষার্থীর।

শিক্ষণ একটি বিজ্ঞান, কারণ—

- এর উপাদানগুলি যেমন বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিষয়বস্তু বিন্যাস, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ইত্যাদি বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করা যায় এবং শিক্ষণকে আরও উন্নত রূপ দান করা যায়।
- শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে কতকগুলি দক্ষতায় বিশ্লেষণ করে দক্ষতাগুলি অনুশীলন করে শিক্ষণকে আরও কার্যকরী করে তোলা যায়। অর্থাৎ শিক্ষণকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে অধ্যয়ন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌলিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত করা যায়, যা বিজ্ঞানের একটি শর্ত।
- শিক্ষণের কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতি ও কৌশল আছে যা প্রয়োগে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে উন্নত করা যায়।
- শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ফলগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। যেমন শিক্ষণ প্রক্রিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করলে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।
- লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট।
- পদ্ধতি পূর্বনির্দিষ্ট এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। পরিবর্তনের সুযোগ খুবই কম।
- মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক।